www.icb.gov.bd

# আইসিবি পরিক্রমা

- সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী
- আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড
- অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি
- পুঁজিবাজার
- পাঠশালা
- অভিব্যক্তি

সংখ্যা ১২ | পৌষ ১৪২৩, ডিসেম্বর ২০১৬ | ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH

Glorious Journey of 4 Decades

# আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ

## পুঁজিবাজার বিষয়ক

- ইক্যুইটি, প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং প্লেসমেন্ট শেয়ার-এর বিপরীতে অগ্রিম/বিনিয়োগ;
- শেয়ার পুনঃক্রয়ের বিপরীতে অগ্রিম;
- ইউনিট সার্টিফিকেট, মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট, এএমসিএল ইউনিট এবং বাংলাদেশ ফান্ড ইউনিট সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম;
- মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম;
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
- ইস্যু ম্যানেজমেন্ট;
- আন্ডাররাইটিং;
- ব্রোকারেজ সেবাসমূহ;
- ডিপি (ফুল সার্ভিস) সেবাসমূহ;
- মার্জার এবং একুইজিশন;
- ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান;
- পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা;
- প্রেফারেন্স শেয়ারে বিনিয়োগ;
- স্টক মার্কেট লেনদেন;
- ডিবেঞ্চার ফাইন্যান্সিং;
- লিজ ফাইন্যান্সিং;
- ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং।

## মুদ্রাবাজার বিষয়ক

- সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড, জিরো কুপন বন্ড, টিডিআর;
- ব্যাংক গ্যারান্টি;
- কর্পোরেট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস।

## সরকারের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন

- ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনরশিপ ফান্ড;
- রাষ্ট্র মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অফলোডিং;
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম।

# উপদেষ্টা পরিষদ

# সম্পাদনা পরিষদ


## উপদেষ্টা পরিষদ

**উপদেষ্টামন্ডলীর সভাপতি**

প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহামদ
চেয়ারম্যান, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

**উপদেষ্টামন্ডলী**

মুহাম্মদ আলকামা সিদ্দিকী
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ হুমায়ুন কবির
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আবদুর রহিম
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মনজুর আহমদ
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আবদুস সালাম
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সৈয়দ শাহরিয়ার আহসান
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

## সম্পাদনা পরিষদ

**প্রধান সম্পাদক**

মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

**সম্পাদকমন্ডলী**

মোঃ কামাল হোসেন গাজী
মহাব্যবস্থাপক

মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন
মহাব্যবস্থাপক

মিসেস দীপিকা ভট্টাচার্য্য
মহাব্যবস্থাপক

মোঃ রফিকুল ইসলাম
মহাব্যবস্থাপক

মোহাম্মদ শাহজাহান
মহাব্যবস্থাপক

মোঃ রিফাত হাসান
মহাব্যবস্থাপক

মোঃ নজরুল ইসলাম খান
মহাব্যবস্থাপক

অসিত কুমার চক্রবর্ত্তী (চলতি দায়িত্ব)
উপ-মহাব্যবস্থাপক

এ. এস. এম. হায়দারুজ্জামান
সহকারী মহাব্যবস্থাপক



প্রকাশনায়:
প্লানিং এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
আইসিবি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা - ১০০০।



ওয়েবসাইটঃ www.icb.gov.bd ই-মেইল:info@icb.gov.bd, icb@agni.com

# সূ | চি


## সম্পাদকীয় ৩

## সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ৪-৬

বন্ধুত্বের নবদিগন্তে বাংলাদেশ-চীন

ব্রিকস-বিমসটেক আউটরিচ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

## আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড ৭-১১

- মহান বিজয় দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন ডেপুটি গভর্নর জনাব এস. এম. মনিরুজ্জামানকে ফুলেল শুভেচ্ছা
- আইসিবির ২০১৫-১৬ অর্থবছরের লভ্যাংশ ঘোষণা
- অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও আইসিবি ইউনিট ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা
- ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা
- আইসিবি শাখা ব্যবস্থাপকগণের ২৬তম সম্মেলন
- অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিমে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভা
- কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম
- আইসিবি শেয়ারের বাজারদর
- আইসিবি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের সুদের হার
- আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সার্টিফিকেটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয় মূল্য

## যোগদান ১২

## অবসর গ্রহণ ১২

## অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ১৩-১৪

## পুঁজিবাজার ১৪-১৭

- বাংলাদেশের শেয়ারবাজার: অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬
- বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- তালিকাভুক্ত কয়েকটি কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ
- বিশ্বের কিছু শেয়ার সূচক

## পাঠশালা ১৭-১৮

Balance Sheet and Balance Sheet Analysis

## অভিব্যক্তি ১৯-২০

ম্যানিলার পথে

## ইয়াংস্টারস্ ২১

কেহ উৎসুক হইবে না

স্বাধীনতার কথা

# সম্পাদকীয়

অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ থেকে মুক্তি, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাঙালি জাতি অর্জন করেছিল মহান স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ৪৬ বছর পূর্তির মহান বিজয়ের এই মাসে আইসিবি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সেই মহান আত্মোৎসর্গকারী বীরদের স্মরণ করছে, যাদের প্রাণের বিনিময়ে লাল-সবুজের পতাকার এক সার্বভৌম অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, আর আমরা পেয়েছি প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি এই বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সাথে নিয়ে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ তার সৃষ্টিলগ্ন হতে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিতকে দৃঢ় এবং উন্নয়নের ধারাকে টেকসই করার লক্ষ্যে পুঁজিবাজারে উদ্ভূত নানাবিধ সংকট ও চ্যালেঞ্জসমূহ সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে মোকাবিলা করে ক্রমবর্ধিষ্ণু অবদান রেখে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আরো একটি সফল বছর অতিক্রমের মধ্য দিয়ে আইসিবি তার প্রতিষ্ঠার ৪১তম বর্ষে পদার্পণ করেছে।

আইসিবি তার দায়িত্ব, কর্তব্য এবং সফলতার ধারাবাহিকতায় বিগত ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার মালিকদের উপস্থিতিতে হোটেল পূর্বানী ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড-এ ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পন্ন করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আইসিবি এককভাবে এবং সাবসিডিয়ারিসহ সম্মিলিতভাবে যথাক্রমে ৩১৩.৬৯ কোটি টাকা এবং ৩৩১.৬৪ কোটি টাকা নিট মুনাফা অর্জন করেছে। সভায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরের শেয়ার মালিকগণের জন্য ৩০% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়। ইতঃপূর্বে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আইসিবি ইউনিট ফান্ড হতে ইউনিট সার্টিফিকেট প্রতি ৪৩.০০ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জন্মলগ্ন থেকে আইসিবি ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে উৎসাহ ও প্রনোদনা প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আইসিবি ও আইসিবির সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহ কর্তৃক পরিচালিত বিনিয়োগ হিসাবে নভেম্বর, ২০১৬ হতে ২০% পরিশোধ সাপেক্ষে ৮০% সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারবাজার বিপর্যয় পরবর্তী বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং বাজারে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য আইসিবির ভূমিকা শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। এছাড়া, সভায় আইসিবি এবং এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও পেশাদারিত্বের ফলশ্রুতিতে অর্জিত অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং ভবিষ্যতেও পুঁজিবাজারে আইসিবির ভূমিকা ও অবস্থান সুদৃঢ় থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। কর্পোরেশনের সাফল্যের অগ্রযাত্রা সম্পর্কিত শেয়ারমালিকদের এই আশাব্যঞ্জক বক্তব্য ও দিক নির্দেশনা ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও কর্পোরেশনের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস, বাঙালি জাতির পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গার দিন। অজস্র ত্যাগ-তিতিক্ষা, বিপুল বিসর্জন, অসীম ভালবাসায় আমরা পেয়েছি এই বিজয়। সেই বিজয়ের গৌরবকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গঠন, সম্পদের সম্ভাবনাময় ব্যবহার, পুঁজিবাজার গঠন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে আইসিবি দায়িত্ব, কর্তব্য ও সফলতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবে।

# সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

## বন্ধুত্বের নবদিগন্তে বাংলাদেশ-চীন

১৪-১৫ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং বাংলাদেশে আসেন। এটা ছিল গত তিন দশকে কোনো চীনা প্রেসিডেন্টের প্রথম বাংলাদেশ সফর। সি চিন পিং-এর দুই দিনের এ সফরে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বন্ধুত্বের নতুন যুগের সূচনা ঘটে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক পরাশক্তির সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ৪০ বছর পূর্তিতে চীনের প্রেসিডেন্টের এ সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে বাণিজ্যিক লেনদেন ও অবকাঠামো উন্নয়নের সীমা পেরিয়ে দুই দেশ সমুদ্র অর্থনীতি, BCIM-EC, সড়ক ও সেতু, রেলপথ, বিদ্যুৎ, আইসিটিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের সহযোগিতার সীমা বিস্তৃত হবে। একই সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব করেছে দুই দেশ।

### চুক্তি ও MoU স্বাক্ষরিত

চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং-এর বাংলাদেশ সফর কালে ১৪ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে উভয় দেশের মধ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোট ২৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। যার আর্থিক মূল্য হচ্ছে ২৫-৩০ বিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ দুই লক্ষ কোটি টাকা। ২৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকের মধ্যে ১৫টি সমঝোতা স্মারক এবং ১২টি ঋণ ও রূপরেখা চুক্তি। চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এসব চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া, ১৩ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে ব্যবসায়ী পর্যায়েও স্বাক্ষরিত হয় ১,৩৬০ কোটি ডলারের ১৩টি চুক্তি। বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে চীনের ১৩টি কোম্পানির সাথে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের এসব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

## ব্রিকস-বিমসটেক আউটরিচ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ব্রিকস-এর অষ্টম শীর্ষ সম্মেলন এবং ব্রিকস-বিমসটেক যৌথ শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষ্যে ভারত, বাংলাদেশের পাশাপাশি ব্রাজিল, রাশিয়া, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকাসহ ১১টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান তথা সরকার প্রধানগণ ১৫-১৬ অক্টোবর একত্র হয়েছিলেন ভারতের গোয়ায়।'ব্রিকস-বিমসটেক আউটরিচ' নামক এই সম্মেলনে এ দুই সংস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতার বিষয়ে তিনটি প্রস্তাব দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এগুলো হচ্ছে- বিমসটেকভুক্ত দেশে মানসম্পন্ন ও টেকসই অবকাঠামো তৈরি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ওপর জোর দেয়া এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে দুই সংস্থার মধ্যে সংলাপের আয়োজন করা। এছাড়া, সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষক, অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহকারী ও পরিকল্পনাকারীদের খুঁজে বের করার বিষয়ে বিমসটেক নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বক্তব্যে বলেন, বিমসটেক দেশগুলোর এক বড় অংশে মানসম্পন্ন এবং টেকসই অবকাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। স্বল্প আয়ের দেশগুলোর দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে তিনি ব্যাংকগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। টেকসই উন্নয়নের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের জন্য 'দক্ষিণ-দক্ষিণ ও উত্তর-দক্ষিণ ট্রায়াঙ্গুলার' সহযোগিতাও গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বাংলাদেশে তাঁর সরকার সন্ত্রাস ও চরমপন্থা দমনে 'জিরো-টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, 'আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, পরিবারে তরুণদের জন্য ব্যাপক সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা ছাড়াও সন্ত্রাসীদের ছত্রভঙ্গ করতে

সক্ষম হয়েছি।' এই অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, এর ফলে এ অঞ্চলে সংস্থাটির স্থিতিশীলতা ও জনগণের কাছে এর ফলপ্রসূতা দৃশ্যমান হবে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধেও দুই জোটের একসঙ্গে কাজ করা উচিত মন্তব্য করে আউটরিচ সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে ব্রিকস-বিমসটেক সহযোগিতার 'নতুন সংলাপ' শুরু হবে বলে আশা প্রকাশ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ।

## বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মরক্কোর পর্যটন নগরী মারাকেশে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (COP-22) শুরু হয় ৭ নভেম্বর, ২০১৬। সম্মেলনে (COP-22) উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জোর দিয়ে বলেন, জলবায়ু তাড়িত অভিবাসীর চ্যালেঞ্জ যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে না পারলে কখনোই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না। তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ হুমকির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সবাইকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানান। এই বৈঠকে ছিলেন বাংলাদেশসহ ১১৫টি দেশের ৮০ জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং সিনিয়র মন্ত্রীরা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত বছরে (COP-21) গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো এগিয়ে নেয়ার এটাই সময় উল্লেখ করে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্যারিস চুক্তি অর্থবহ সহযোগিতার সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলেছে। সেই সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের অবস্থানটিও বিশ্ববাসীর কাছে স্পষ্ট করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন দেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রথম সারির দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুতে আমাদের দেয়া অঙ্গীকার পূরণ করতে ব্যর্থ হলে কোটি কোটি মানুষ ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করবে। আগামী প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে নিরাপদ ও সুন্দর করতে সবাইকে অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত হতে হবে। বাংলাদেশের সাফল্যের কথা তুলে ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ নিজস্ব তহবিল থেকে ৪শ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে সর্বপ্রথম 'ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট' গঠন করেছে। এ পর্যন্ত এই তহবিলের নিজস্ব সম্পদ থেকে প্রায় ৪০ কোটি ডলার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের মতো জলবায়ু সম্পৃক্ত অধিক ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় এলাকা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সাফল্য অর্জন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা ও আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণসহ বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উল্লেখ করে বলেন, এসব পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে দুর্যোগকালে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেক কমেছে। পানি সম্পর্কিত জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের প্যানেলের সদস্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পানি নিরাপত্তার ওপর গুরুত্বারোপ করে গত সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে গৃহীত অ্যাকশন প্ল্যানের প্রতি তার সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পানি বিষয়ে টেকসই উন্নয়ন অর্জনে গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি স্থানান্তরে সহায়তা করতে একটি বৈশ্বিক তহবিল গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশ জিসিএফ, লস অ্যান্ড ড্যামেজ তহবিল থেকে দ্রুত অর্থ দাবি করেছে। প্যারিস চুক্তির রূপরেখা প্রণয়নের কাজ ২০১৮ সালের মধ্যেই শেষ করা ও ২০২০ সাল থেকে সবুজ জলবায়ু তহবিলে প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার দেয়ার যে প্রতিশ্রুতি ছিল এ ব্যাপারেও একটা রোডম্যাপ করার উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জোর দেন।

## টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

জাতিসংঘ সারা বিশ্বে উন্নয়ন টেকসই করতে ১৭টি লক্ষ্য (এসডিজি) নির্ধারণ করেছে। প্রতিটির ক্ষেত্রে রয়েছে একাধিক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। আইসিবি পরিক্রমার গত সংখ্যাগুলোতে লক্ষ্য ১-১৪ তুলে ধরা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৫তম লক্ষ্য হলো টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, বন রক্ষা, সংরক্ষণ ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ।

**এ সম্পর্কে এবারের আলোচনাঃ**

### লক্ষ্য-১৫ঃ টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, বন রক্ষা, সংরক্ষণ ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ

ভূ-উপরিভাগের ৩০ শতাংশ বন। বন আমাদের খাদ্য, নিরাপত্তা ও আশ্রয় দেয়, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনে ভূমিকা পালন করে। বন প্রাণবৈচিত্র্যের আধার এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রতিবছর ১৩ লাখ হেক্টর বনভূমি নষ্ট হচ্ছে যা ৩.৬ কোটি হেক্টর ভূমিকে মরুভূমিতে পরিণত করার শঙ্কায় ফেলে দিচ্ছে। বনভূমি ধ্বংস এবং মরুময়তা জলবায়ু পরিবর্তনের মানবসৃষ্ট কারণগুলোর অন্যতম; যা টেকসই উন্নয়নের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বনভূমি সংরক্ষণ ও মরুকরণ রোধের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

## তথ্য ও উপাত্ত

### বনভূমি

- ৭০ মিলিয়ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ প্রায় ১.৬ বিলিয়ন জনগণের জীবিকা বনের ওপর নির্ভরশীল;
- বিশ্বের স্থলভাগের ৮০ শতাংশ বিভিন্ন প্রাণী, ক্ষুদ্র প্রজাতি, গাছপালা এবং পোকামাকড়ের আবাসস্থল বনভূমি হারিয়ে যাচ্ছে;

### মরুকরণ

- ২.৬ বিলিয়ন মানুষ সরাসরি কৃষির ওপর নির্ভরশীল; কিন্তু ৫২ শতাংশ জমি ব্যবহারের সময় মধ্যম বা খুব ক্ষতিকরভাবে মাটি ক্ষয়ের শিকার হয়;
- ২০০৮ সালের তথ্য মতে পৃথিবীতে ভূমি ক্ষয় হওয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী ১.৫ বিলিয়ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে;
- খরা এবং মরুময়তার জন্য প্রতি বছর ১২ মিলিয়ন হেক্টর জমি হারিয়ে যাচ্ছে (প্রতি মিনিটে ২৩ হেক্টর) যেখানে ২০ মিলিয়ন টন শস্য উৎপাদন সম্ভব হতো;
- পৃথিবীতে ভূমি ক্ষয়ের কারণে ৭৪ শতাংশ দরিদ্র মানুষ সরাসরি প্রভাবিত/ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

### প্রাণবৈচিত্র্য

- এ পর্যন্ত জ্ঞাত ৮ হাজার ৩০০ প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে ৮ শতাংশ ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে এবং আরও ২২ শতাংশ বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে;
- ৮০ হাজার উদ্ভিজ্জ প্রজাতির মধ্যে মাত্র ১ শতাংশ প্রজাতি সম্পর্কে গবেষণা করা হয়েছে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহারের জন্য;
- ৩ বিলিয়ন মানুষের ২০ শতাংশ প্রাণীজ আমিষের চাহিদা মেটায় মাছ। এই মাছের ৩০ শতাংশ সমুদ্র থেকে এবং ৫০ শতাংশ চাষের মাছ থেকে আহরণ করা হয়;
- মানুষের খাদ্য চাহিদার ৮০ শতাংশ পূরণ করে উদ্ভিদ। মাত্র ৩টি খাদ্যশস্য চাল, ভুট্টা ও গমের খাদ্য হতে আহরিত শক্তির ৬০ শতাংশ রক্ষিত আছে;
- উন্নয়নশীল বিশ্বের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ৮০ শতাংশ চিকিৎসা ব্যবস্থায় ভেষজ পদ্ধতির ওপর আস্থা রাখে। অতিক্ষুদ্র আনুবীক্ষণিক জীব এবং অমেরুদন্ডী প্রাণী ইকোসিস্টেমে খুব গুরুত্ব বহন করে; কিন্তু প্রকৃতিতে তাদের অবদান খুব কম লোকই জানে  এবং কদাচিৎ তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

## লক্ষ্য ১৫-এর অধীনে টার্গেটসমূহঃ

- ২০২০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক চুক্তি ও নিয়ম মেনে ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ মিঠা পানির বাস্তুসংস্থান এবং অন্যান্য উপাদানসমূহ বিশেষ করে বন, জলাভূমি, পাহাড় এবং শুষ্ক অঞ্চল সংরক্ষণ এবং এগুলোর টেকসই উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ২০২০ সালের মধ্যে বন উজাড় রোধ, বিলুপ্ত বন পুনর্গঠন, ধীরে ধীরে বনায়ন ও বন উজাড় বন্ধ করার জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। বন্যা, খরা, ভূমি ক্ষয়, মরুময়তার জন্য যে ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা পুনরুদ্ধারের জন্য বিশ্বব্যাপী নিরপেক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে পাহাড়ের ইকোসিস্টেম তাদের প্রাণীবৈচিত্র্যসহ সংরক্ষণ করতে হবে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এ পদক্ষেপ পাহাড়ী অঞ্চলের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, যা টেকসই উন্নয়নের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।
- ধ্বংস ও হুমকির সম্মুখীন যে প্রজাতিগুলো আছে তাদের সুরক্ষায় প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা, প্রাণীবৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ২০২০ সালের মধ্যে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের লভ্যাংশসমূহ ন্যায্য এবং সমতাভিত্তিক বণ্টন এবং এই সম্পদসমূহে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি তুলে ধরা।
- বন্যপ্রাণী ও প্রাণীজ সম্পদসহ সকল প্রজাতির উদ্ভিদকুল ও প্রাণিকুলের অবৈধ পাচার রোধ করতে হবে, সেই সাথে বন্যপ্রাণী পণ্যের সরবরাহ ও চাহিদা বৃদ্ধি করতে হবে।
- বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতি আমাদের ভূমি ও পানির ইকোসিস্টেমের ওপর কীভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে তা জানাতে হবে এবং সেগুলো সমূলে উৎপাটন করতে হবে।
- ২০২০ সালের মধ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দায়িত্বশীলতার সাথে উন্নয়ন পরিকল্পনা, দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়ায় ইকোসিস্টেম এবং প্রাণীবৈচিত্র্য অর্ন্তভুক্তি ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রাণীবৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহারের জন্য সকল উৎস থেকে অর্থ সম্পদ সংগ্রহ বাড়ানো।
- টেকসইভাবে বন ব্যবস্থাপনার জন্য সকল উৎস ও সকল পর্যায় থেকে সম্পদ সংগ্রহ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে পর্যাপ্ত সহায়তা দেওয়া, যাতে তারা এ ধরনের বন ব্যবস্থাপনা ও বন সংরক্ষণ ও নতুনভাবে বনায়ন করতে পারে।
- বিশ্বজুড়ে যে চোরাই শিকার ও পাচার হচ্ছে তা প্রতিরোধ ও মোকাবিলার জন্য যেসব উদ্যোগ রয়েছে সেগুলোকে সহায়তা দান জোরদারকরণ। উপরন্তু, টেকসই জীবিকা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এ ধরনের অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধে স্থানীয় জনগণকে উৎসাহিত করা।

*ক্রমশ...*

# আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড
# অক্টোবর-ডিসেম্বর' ২০১৬

## মহান বিজয় দিবস ২০১৬ উপলক্ষ্যে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

## আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন ডেপুটি গভর্নর জনাব এস. এম. মনিরুজ্জামানকে ফুলেল শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে এস.এম. মনিরুজ্জামানকে তিন বছরের জন্য নিয়োগ দিয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ নিয়োগ প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহামদ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান তাকে অভিনন্দন জানান। এ সময় পরিচালনা বোর্ডের সদস্যগণ কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এস এস এম কামাল এবং বোর্ড সচিব মিসেস দীপিকা ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন।

*আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের সদস্য জনাব এস.এম. মনিরুজ্জামান বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হওয়ায় ফুলেল শুভেচ্ছা জানান কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক*

## আইসিবির ২০১৫-১৬ অর্থবছরের লভ্যাংশ ঘোষণা ঃ

*আইসিবির ২০১৫-১৬ অর্থবছরের লভ্যাংশ ঘোষণা সভায় সভাপতিত্ব করছেন আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহামদ*

৩০ জুন ২০১৬ এ সমাপ্ত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর শেয়ার প্রতি ৩০% হারে নগদ লভ্যাংশ প্রদান অনুমোদিত হয়েছে। ২৪ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহামদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৪৯৮তম বোর্ড সভায় এ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়। সভায় কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান এবং বোর্ডের অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। পুঁজিবাজারে বিভিন্ন

প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আইসিবি এর প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই আকর্ষণীয় হারে লভ্যাংশ প্রদান করে আসছে। উল্লেখ্য, আলোচ্য অর্থবছরের কর পরবর্তী নিট মুনাফা ৩৩১.৬৪ কোটি টাকা ও শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) ৫.২৪ টাকা।

## অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও আইসিবি ইউনিট ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা

৩০ জুন, ২০১৬ এ সমাপ্ত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের জন্য ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং আইসিবি ইউনিট ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে ২০০% অর্থাৎ সার্টিফিকেট প্রতি ২০.০০ টাকা হারে এবং আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট প্রতি ৪৩.০০ টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে। ২৭ জুলাই, ২০১৬ তারিখ কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহামদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডে ফান্ড সংক্রান্ত সভায় এ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়। সভায় কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান এবং বোর্ডের অন্যান্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে সার্টিফিকেট প্রতি ১৪.০০ টাকা এবং আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট প্রতি ৪২.৫০ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছিল। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের পুঁজিবাজারে বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আইসিবির দক্ষ, বিচক্ষণ ও কার্যকর পত্রকোষ ব্যবস্থাপনার ফলে ফান্ডসমূহের বিপরীতে আকর্ষণীয় লভ্যাংশ ঘোষণা করতে পারায় বোর্ড গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে। অভিজ্ঞ ও পেশাদারী ব্যবস্থাপনার ফলে আকর্ষণীয় এ লভ্যাংশ প্রদান সম্ভব হয়েছে মর্মে বোর্ড অভিমত ব্যক্ত করে।

*আইসিবি পরিচালিত অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও আইসিবি ইউনিট ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা সভায় সভাপতিত্ব করছেন কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহামদ*

## ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে হোটেল পূর্বানী ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহামদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. ইফতিখার-উজ-জামান এবং অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিপুল সংখ্যক শেয়ারহোল্ডার অংশগ্রহণ করেন।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে আইসিবি এককভাবে এবং সাবসিডিয়ারিসহ সম্মিলিতভাবে যথাক্রমে ৩১৩.৬৯ কোটি টাকা এবং ৩৩১.৬৪ কোটি টাকা নিট মুনাফা অর্জন করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কর্পোরেশন শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ক্রয় এবং লীজ অর্থায়নসহ বিভিন্ন খাতে মোট ৬৩৮.৮০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার অঙ্গীকার করে

এবং পুঁজিবাজারে মোট ৮৬৯৭.১৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৭৩৬৫.৫৯ কোটি টাকার

তুলনায় ১৫.৩১% বেশী। এছাড়া, আলোচ্য অর্থবছরে কর্পোরেশন ২২৪.০০ কোটি টাকার ১টি বন্ড ইস্যুর ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কর্পোরেশন লভ্যাংশ, মার্জিন ঋণ, প্রকল্প ঋণসহ অন্যান্য ঋণ/অগ্রিম খাতে সর্বমোট ৭৫০.৩২ কোটি টাকা আদায় করেছে। আলোচ্য অর্থবছরে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জ-এ আইসিবি এবং এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের বিভিন্ন পোর্টফোলিওতে মোট লেনদেনের পরিমাণ ছিল ১১,৪৫২.৭৮ কোটি টাকা। এ সময়ে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে মোট লেনদেন ১,১৫,০৫১.৭৫ কোটি টাকার মধ্যে আইসিবি এবং এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের অংশ ৯.৯৫%।

শেয়ারবাজারের গভীরতা বৃদ্ধি, স্থিতিশীলতা এবং তারল্য বজায় রাখার পাশাপাশি একটি সুদৃঢ় ও টেকসই পুঁজিবাজার গঠনে আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। সভায় আইসিবি এবং এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতার প্রশংসা করা হয়।

আইসিবি'র পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য শেয়ারহোল্ডার, বিএসইসি, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ এবং অর্থ মন্ত্রণালয় সহ সকল স্টেকহোল্ডারগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

## আইসিবি শাখা ব্যবস্থাপকগণের ২৬তম সম্মেলন

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান এর সভাপতিত্বে শাখা ব্যবস্থাপকগণের ২৬তম সম্মেলন ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে FARS Hotel & Resorts ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৩০ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত আয়-ব্যয়, বিভিন্ন সূচকের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি, পত্রকোষ ও বিনিয়োগ হিসাবসহ অন্যান্য বিষয়ে ফলপ্রসু আলোচনা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় আগামী অর্থবছরগুলোতে শাখাসমূহের কার্যক্রম ও মুনাফা কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহামদ ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের উপ-

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এস এস এম কামাল। এছাড়াও, আইসিবির মহাব্যবস্থাপকগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

## অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিমে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভা

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর জারিকৃত বিধিমালা অনুযায়ী মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম এ রূপান্তরের বিষয়ে মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের এক বিশেষ সভা ০৬ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখ, ফারস হোটেল এন্ড রিসোর্টস, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আইসিবির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এস এস এম কামাল। প্রধান অতিথি হিসেবে সভায় উপস্থিত ছিলেন আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহামদ। এছাড়া কর্পোরেশনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ট্রাস্টি কমিটির সদস্যবৃন্দসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইউনিট মালিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় আইসিবির চেয়ারম্যান এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক উপস্থিত ইউনিট মালিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। সভায় উপস্থিত ৯৯.৪৭% ইউনিট মালিক স্কিমটিকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিমে রূপান্তরের পক্ষে প্রস্তাব ও সমর্থন করেন। আইসিবির চেয়ারম্যান ও উপ-ব্যবস্থাপনা

*ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভায় কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ*

পরিচালক আইসিবির প্রতি ইউনিট মালিকদের অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস বিশেষতঃ আলোচ্য ফান্ডের রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

## কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

কর্পোরেশনের জন্য একটি প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ কর্মীবাহিনী গঠন করা আইসিবির অন্যতম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইসিবি বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিভিন্ন মেয়াদে দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- NAPD, BIBM, BICM, BIM, Rapport Bangladesh Ltd. এবং ICB এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ফ্রেমবন্দি কিছু স্মৃতিঃ

*Money laundering, National Integrity Strategy and Public Service Innovation*

*Practice of Integrity & Application*

## ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম

পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তার জন্য সরকার বিশেষ সহায়তা তহবিল নামে ৯০০.০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করে। আলোচ্য তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আইসিবির উপর অর্পণ করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীগণকে সহায়তার লক্ষ্যে উক্ত বিশেষ সহায়তা তহবিল হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউসকে আর্থিক সহায়তার বিবরণ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

| বিবরণ | আবেদন | | মঞ্জুরি | | বিতরণ | | আদায় | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | পরিমাণ | সংখ্যা | পরিমাণ | সংখ্যা | পরিমাণ | সংখ্যা | পরিমাণ |
| মার্চেন্ট ব্যাংক | ২৩ | ৪৬৩.১০ | ২২ | ৪৬০.৬৭ | ১৮ | ৪২৮.৩৫ | ১৮ | ৪১৪.৮০ |
| ব্রোকারেজ হাউস | ২৫ | ২৮০.০৭ | ২১ | ২২২.৫১ | ১৬ | ২১৩.৭৪ | ১৬ | ১৮১.১৮ |
| **মোট** | **৪৮** | **৭৪৩.১৭** | **৪৩** | **৬৮৩.১৮** | **৩৪** | **৬৪২.০৯** | **৩৪** | **৫৯৫.৯৮** |

## আইসিবি শেয়ারের বাজারদর (ডিএসই): অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬

(টাকায়)

| বিবরণ | প্রারম্ভিক | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | সমাপণী |
|---|---|---|---|---|
| অক্টোবর | ১০৪.১০ | ১০৫.৮০ | ৯৬.৬০ | ৯৮.০০ |
| নভেম্বর | ৯৮.১০ | ১০৮.৭০ | ৯৭.৪০ | ৯৯.৮০ |
| ডিসেম্বর | ৯৯.৪০ | ১০৬.০০ | ৯৮.৩০ | ১০৪.৫০ |

## আইসিবি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের সুদের হার

| ঋণ ও অগ্রিমের ধরন | পরিবর্তিত সুদের হার (%) (কার্যকর হওয়ার তারিখ: ১৬ জুন, ২০১৬) |
|---|---|
| ঋণ ও অগ্রিমের ধরন | ১১.০০ |
| ব্রিজিং ঋণ, ডিবেঞ্চার ঋণ, শেয়ার পুণঃক্রয়, ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রিম, ডিবেঞ্চার ক্রয়, অগ্রাধিকার শেয়ার, লিজ অর্থায়ন এবং কনজ্যুমার ক্রেডিট স্কিম | ১১.০০ |
| আইসিবি/সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহ কর্তৃক পরিচালিত সকল ইউনিট ফান্ড/ মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম | ১১.০০ |
| সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহে প্রদত্ত ঋণ (দীর্ঘ মেয়াদি) | ৯.০০ |
| সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহে প্রদত্ত ঋণ (স্বল্প মেয়াদি) | ৯.০০ |

## ৩১-১২-২০১৬ তারিখে আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সার্টিফিকেটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য

| ফান্ডের নাম | শুরু হওয়ার তারিখ | বিক্রয় মূল্য (টাকা) | পুনঃক্রয়মূল্য (টাকা) |
|---|---|---|---|
| আইসিবি ইউনিট ফান্ড | ১০ এপ্রিল ১৯৮১ | - | ২৫০.০০ |
| আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড | ২১ জুন ২০০৩ | ২২৭.০০ | ২২২.০০ |
| আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস্ ইউনিট ফান্ড | ১৮ অক্টোবর ২০০৪ | ১৭৫.০০ | ১৭০.০০ |
| বাংলাদেশ ফান্ড | ১০ অক্টোবর ২০১১ | ১০০.০০ | ৯৭.০০ |
| আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড | ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ | ০৯.৬০ | ০৯.৩০ |
| আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড | ১৭ মে ২০১৫ | ১০.৩০ | ১০.০০ |
| ১ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড | ০৮ মার্চ ২০১৬ | ১০.১০ | ০৯.৮০ |
| ২য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড | ১৭ এপ্রিল ২০১৬ | ১০.১০ | ০৯.৮০ |
| ৩য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড | ১৫ মে ২০১৬ | ১০.২০ | ০৯.৯০ |
| ৪র্থ আইসিবি ইউনিট ফান্ড | ১৫ মে ২০১৬ | ১০.১০ | ০৯.৮০ |
| ৫ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড | ১৫ মে ২০১৬ | ১০.২০ | ০৯.৯০ |
| ৬ষ্ঠ আইসিবি ইউনিট ফান্ড | ১০ জুলাই ২০১৬ | ১০.০০ | ০৯.৭০ |
| ৭ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড | ০৯ অক্টোবর ২০১৬ | ১০.০০ | ০৯.৭০ |

# যোগদান

## নবনিযুক্ত মহাব্যবস্থাপক মহোদয়বৃন্দের যোগদান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের এক্সচেঞ্জ ও আইসিবি শাখা এর ০৭ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৪২২.১২.০০১.১৬-৯৫ নম্বরযুক্ত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ কামাল হোসেন গাজী, জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, জনাব মোঃ এমদাদ হোসেন মোল্লা, মিসেস দীপিকা ভট্টাচার্য্য, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান, মিসেস নাসরিন সুলতানা, জনাব মোঃ রিফাত হাসান এবং জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়ে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর

মহাব্যবস্থাপক হিসেবে যোগদান করেন। কর্পোরেশন নবনিযুক্ত মহাব্যবস্থাপক মহোদয়গণের সফল কর্মজীবন ও সমৃদ্ধি কামনা করছে।

# অবসর গ্রহণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের এক্সচেঞ্জ ও আইসিবি শাখা -এর ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৪২২.১৩.০০১.১৬-১১০ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এস এস এম কামাল অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৫ সালের ১২ জুলাই সিনিয়র অফিসার হিসেবে জনতা ব্যাংক-এ যোগদান করেন। তিনি বিভিন্ন সময় জনতা ব্যাংক এর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখার ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৩১২.১২.০০২.১৬.২১৫ নম্বরযুক্ত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। আমরা তার সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

কর্মজীবনের সায়াহ্নে প্রতিবছর আইসিবি থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন। ২০১৬ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর প্রান্তিকে কর্পোরেশন থেকে ৩০.১২.২০১৬ তারিখে জনাব মোঃ এমদাদ হোসেন মোল্লা (মহাব্যবস্থাপক), ০১.১২.২০১৬ তারিখে জনাব মোঃ আলাউদ্দিন খান

(উপ-মহাব্যবস্থাপক), ৩১.১২.২০১৬ তারিখে মিসেস আসাতুন নিসা (সহকারী মহাব্যবস্থাপক), ২৪.১০.২০১৬ তারিখে জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম সরকার (সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার), ৩১.১২.২০১৬ তারিখে জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান (সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার) এবং ২৫.১০.২০১৬ তারিখে মিজ্ হোসনে আরা বেগম (অফিসার) অবসর গ্রহণ করেন। আমরা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে অবসরগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের সুখ, সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের বিদায় অনুষ্ঠানের ফ্রেমবন্দি কিছু স্মৃতিঃ

# অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি

২০১৬ সালের শেষ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশে বছরের প্রথমাংশ এবং মধ্যাংশের ন্যায় সামগ্রিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ক্রমোন্নতি অব্যাহত ছিল। স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের সূচকের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, বৈদেশিক রিজার্ভ ও টাকার যোগান বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির হ্রাস বছরের শেষ ত্রৈমাসিকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অর্জন। বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকের জাতীয় পর্যায়ের মূল্যস্ফীতি এর চিত্র প্রদর্শিত হলঃ

| মূল্যস্ফীতির হার ভিত্তি বছরঃ (২০০৫-০৬) | অক্টোবর, ২০১৬ | নভেম্বর, ২০১৬ | ডিসেম্বর, ২০১৬ |
|---|---|---|---|
| পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে | ৫.৫৭% | ৫.৩৮% | ৫.০৩% |
| মাসিক গড় ভিত্তিতে (মাস ১২) | ৫.৬৬% | ৫.৬০% | ৫.৫২% |

নভেম্বর, ২০১৬ এ মোট টাকার যোগান দাঁড়িয়েছে ৯৩,৮৭,২১৪ মিলিয়ন টাকা যা বিগত বছরের একই মাসের তুলনায় প্রায় ১৪% বেশি। বৈদেশিক রিজার্ভ ডিসেম্বর, ২০১৫ এর ২৭,৪৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে প্রায় ৫ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর, ২০১৬ এর শেষে ৩২,০৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ দাঁড়িয়েছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে প্রতি মাসের শেষ কর্মদিবস অনুযায়ী ইনডেক্স ও বাজার মূলধনের পরিবর্তন অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হলঃ

| স্টক এক্সচেঞ্জ | বিবরণ | ৩১ অক্টোবর, ২০১৬ | ৩০ নভেম্বর, ২০১৬ | ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ | ডিএসইএক্স ইনডেক্স | ৪৫৯২.১৭ | ৪৮০১.২৪ | ৫০৩৬.০৫ |
| চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ | সিএসসিএক্স ইনডেক্স | ৮৬০৫.১০ | ৮৯৮৭.৭৪ | ৯৩৬৯.৯১ |

নভেম্বর, ২০১৬ মাসে ব্যাংক সুদের স্প্রেড হার ৪.৬৫ শতাংশে অবস্থান করে যা অক্টোবর, ২০১৬-এ ছিল ৪.৭০ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক এর রেমিটেন্স আয় ও রপ্তানি আয়ের সাথে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক এর রেমিটেন্স আয় ও রপ্তানি আয়ের এর তুলনামূলক চিত্র নিম্নে বর্ণিত হলঃ

(মিলিয়ন ডলারে)

| খাতসমূহ | ২০১৫-১৬ অর্থবছর | | | ২০১৬-১৭ অর্থবছর | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর |
| রেমিটেন্স আয় | ১০৯৮.৪৫ | ১১৪২.৪৮ | ১৩১২.৬২ | ১০১০.৯৯ | ৯৫১.৩৭ | ৯৫৮.৭৩ |
| রপ্তানি আয় | ২৩৭১.৫০ | ২৭৪৯.৩৪ | ৩২০৪.০৭ | ২৭১২.৮৩ | ২৮৯৯.৩২ | ৩১০৭.১৩ |

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর এর বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি ৩,১৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বর এর বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি ৩,৮৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ডিসেম্বর, ২০১৬ এর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কারেন্সির বিপরীতে টাকার মূল্য নিম্নে প্রদর্শিত হলঃ

(২৯.১২.২০১৬ তারিখে)

| আন্তর্জাতিক কারেন্সি | ক্রয়মূল্য (টাকায়) | বিক্রয়মূল্য (টাকায়) |
|---|---|---|
| ১ মার্কিন ডলার | ৭৮.৭০ | ৭৮.৭০ |
| ১ ইউরো | ৮২.৭৩ | ৮২.৭৮ |
| ১ গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ড | ৯৭.০৮ | ৯৭.১২ |
| ১ জাপানি ইয়েন | ০.৬৭ | ০.৬৭ |
| ১ ইন্ডিয়ান রুপি | ১.১৫ | ১.১৫ |

২০১৬ সালে বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সমগ্র বছরব্যাপী জিডিপির ক্রমোন্নয়ন এবং মূল্যস্ফীতির ক্রমহ্রাস উন্নয়নের মূখ্য সূচক হিসাবে বাংলাদেশের অর্জনকে প্রতিফলিত করেছে। চলতি ২০১৭ সালেও উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত থাকবে এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের দ্বারা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জন সম্ভবপর হবে এ মর্মে সকল মহল হতেই আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

সূত্রঃ
1.www.bb.org.bd
2.www.bbs.gov.bd
3.www.dsebd.org
4.www.cse.com.bd

# পুঁজিবাজার

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ প্রান্তিকের শুরুতে ডিএসই-এর ব্রড ইনডেক্স ছিল ৪৬৯০.৯৩ যেখানে বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন ছিল যথাক্রমে ৩২৮০২৫১.৩ ও ৫৩১২.৪৩ মিলিয়ন টাকা। পরবর্তীতে ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে ডিএসই-এর ব্রড ইনডেক্স দাঁড়ায় ৫০৩৬.০৫ তে এবং বাজার মূলধনায়ন ও লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৪১২৪৪১.৫ ও ১০৭০৫.৮৬ মিলিয়ন টাকায়। পক্ষান্তরে, এ প্রান্তিকের শুরুতে সিএসসিএক্স ইনডেক্স ছিল ৮৭৬৬.৮৪ যেখানে বাজার মূলধনায়ন ও লেনদেন ছিল যথাক্রমে ২৬০৮৭০৬ ও ৩০২.৮৩ মিলিয়ন টাকা। পরবর্তীতে ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে সিএসসিএক্স ইনডেক্স দাঁড়ায় ৯৩৬৯.৯১ তে এবং বাজার মূলধনায়ন ও লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৬৮৩০৪০ ও ৭৪১.৯৫ মিলিয়ন টাকায়।

## এক নজরে বাংলাদেশের শেয়ারবাজার: অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬

| তারিখ | ডিএসই | | | | | সিএসই | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট লেনদেন (সংখ্যা) | মোট লেনদেন (শেয়ার) | মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা) | বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা) | ডিএসইএক্স ইনডেক্স | মোট লেনদেন (সংখ্যা) | মোট লেনদেন (শেয়ার) | মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা) | বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা) | সিএসসিএক্স ইনডেক্স |
| ০২-১০-২০১৬ | ১২৩৭২৪ | ১৮৮৩৭০৬৮০ | ৫৩১২.৪৩ | ৩২৮০২৫১.৩ | ৪৬৯০.৯৩ | ১৪২৬৫ | ১৮৮৩৭০৬৮০ | ৩০২.৮৩ | ২৬০৮৭০৬ | ৮৭৬৬.৮৪ |
| ০৬-১০-২০১৬ | ১১০১৫১ | ১৬৫৯০৭৮১০ | ৪৮৮৯.১২ | ৩২৯৯৪৫৬.৬ | ৪৭২৩.৭৩ | ১২৫১৫ | ১৬৫৯০৭৮১০ | ৩০৭.০২ | ২৬৩০৯৫৩ | ৮৮৩৫.০৯ |
| ১৩-১০-২০১৬ | ৮৯৬৯১ | ১২০৪৬৫৪৩৭ | ৪০৭৯.১৯ | ৩২৮৩২০৭.২ | ৪৭০১.৩১ | ৯৪৬৪ | ১২০৪৬৫৪৩৭ | ২০৮.৩৩ | ২৬১২৭০১ | ৮৭৮৭.৩১ |
| ২০-১০-২০১৬ | ১২৭৬২৬ | ১৭৬৪২০৬৬৫ | ৫০০৭.৫৮ | ৩২৮১৬৬৪.৬ | ৪৬৯২.৪৩ | ১৮৮৮০ | ১৭৬৪২০৬৬৫ | ৩৯০.৮৫ | ২৬০৯৩৮৬ | ৮৭৬৩.৪০ |
| ২৭-১০-২০১৬ | ১৩৩৮৯৪ | ১৭৬৮৩৯৮১৯ | ৬০৫৯.২৭ | ৩২৬০০৯৬.৭ | ৪৬৩৬.২৩ | ১৫০৫৯ | ১৭৬৮৩৯৮১৯ | ৪৯২.০২ | ২৫৯৯১৯৭ | ৮৬৭৫.৩৬ |
| ০৩-১১-২০১৬ | ১১৫৯১৬ | ১৫৬১০৬১৪৫ | ৫০৩৭.৪৭ | ৩২৮১৮১১.১ | ৪৬৭২.৮৮ | ১৩৭২২ | ১৫৬১০৬১৪৫ | ৩০৭.৪০ | ২৬১২৮৫৯ | ৮৭২৪.৪৬ |
| ১০-১১-২০১৬ | ১৩১৬৬৯ | ১৩৮৫৯৩২৯১ | ৬৪৫৯.৬০ | ৩২৮৫৪১২.০ | ৪৬৭৭.১৪ | ১৩৫৭৩ | ১৩৮৫৯৩২৯১ | ৩৩০.০৪ | ২৬১৭৪৫০ | ৮৭৫২.৯৯ |
| ১৭-১১-২০১৬ | ১২৮৭২৫ | ২০৭৬৯৫০২২ | ৬২৮১.৬৫ | ৩২৮৪৮৮৬.৭ | ৪৬৯৮.৫৪ | ১৫৫৪৯ | ২০৭৬৯৫০২২ | ৩৭৮.৪২ | ২৬২০৯৩৮ | ৮৮০৫.৭৪ |
| ২৪-১১-২০১৬ | ১৪০৯৪৭ | ২৯৫৪৪০৮৬৫ | ৬৫৮৪.২৬ | ৩৩২৫১৩২.০ | ৪৭৯১.৩৩ | ১৮৪২৩ | ২৯৫৪৪০৮৬৫ | ৪২৯.০১ | ২৬৫৫৬৩৮ | ৮৯৬২.২৯ |
| ০১-১২-২০১৬ | ১৬৩৯৫২ | ২৪৮৭১৮৫০৭ | ৮০৩৪.৫৩ | ৩৩৪১৪৮০.৬ | ৪৮২৩.০২ | ১৯৯২৮ | ২৪৮৭১৮৫০৭ | ৫৩৫.৯০ | ২৬৭৪৩৮০ | ৯০২৩.২৬ |
| ০৮-১২-২০১৬ | ১৮১২৪৭ | ৩৩৪২০৩০০৪ | ১১৪৯৮.৩৩ | ৩৩৬৬৮৬২.২ | ৪৮৯২.৮২ | ২৩৮৮৮ | ৩৩৪২০৩০০৪ | ৫৮৩.০৭ | ২৭০৬১৩৩ | ৯১৫১.৬৬ |
| ১৫-১২-২০১৬ | ১৮৭১০৯ | ৩১৯৯১৬৭৪০ | ১০২৩০.৫০ | ৩৩৭৫৬৪৩.৫ | ৪৯২৫.৭২ | ২৪২২৭ | ৩১৯৯১৬৭৪০ | ৯৪৫.৭৪ | ২৬৯৫৮০৬ | ৯১৬৩.৭৪ |
| ২২-১২-২০১৬ | ১৬০৩২৪ | ৩০৮০২৫৩১৫ | ৯০০০.৬৪ | ৩৩৭৯৭৩২.৩ | ৪৯৫৬.৭৩ | ২০১৫১ | ৩০৮০২৫৩১৫ | ৪৯৩.২০ | ২৭১৪৬৬৫ | ৯২৫১.০০ |
| ২৯-১২-২০১৬ | ১৮৭২১৭ | ৪৩৩৪০৯৭০৯ | ১০৭০৫.৮৬ | ৩৪১২৪৪১.৫ | ৫০৩৬.০৫ | ২৪৬২৯ | ৪৩৩৪০৯৭০৯ | ৭৪১.৯৫ | ২৬৮৩০৪০ | ৯৩৬৯.৯১ |
| দৈনিক গড় অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৬ | ১৪১০০১.৫৯ | ২২৪৬১৬০৯৮.১৫ | ৬৯৬৫.৬৬ | | | ১৭০০২.০২ | ২২৪৬১৬০৯৮.১৫ | ৪২৮.৭২ | | |

## বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি; ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৬

| ক্র. নং | ডিএসই | | | সিএসই | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | কোম্পানির নাম | বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা) | বাজার মূলধনের % | কোম্পানির নাম | বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা) | বাজার মূলধনের % |
| ১ | গ্রামীণফোন লিমিটেড | ৩৮৩৬২০.২৪ | ১৩.৪৩ | গ্রামীণফোন লিমিটেড | ৩৮৩৮৯০.৩ | ১৪.৩১ |
| ২ | স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড | ১৭০৮৬৮.৯৫ | ৫.৯৮ | স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড | ১৭০৮০০.৩ | ৬.৩৭ |
| ৩ | বিএটিবিসি লিমিটেড | ১৪৮৯৮০.০০ | ৫.২২ | বিএটিবিসি লিমিটেড | ১৪৯২০২.০ | ৫.৫৬ |
| ৪ | লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিমিটেড | ৯৫৩৪৮.৭৬ | ৩.৩৪ | লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিমিটেড | ৯৫৪৬৪.৯ | ৩.৫৬ |
| ৫ | আইসিবি | ৬৬১২৮.৯১ | ২.৩২ | আইসিবি | ৬৪৯২৬.৬ | ২.৪২ |

## লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি; ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৬

| ক্র. নং | ডিএসই | | | সিএসই | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | কোম্পানির নাম | লেনদেন (মিলিয়ন টাকা) | মোট মূলধনের % | কোম্পানির নাম | লেনদেন (মিলিয়ন টাকা) | মোট মূলধনের % |
| ১ | ইফাদ অটোস লিমিটেড | ২৬২.৮০ | ২.৪৫ | আরএসআরএম লিমিটেড | ৩৩.২৫ | ৪.৪৮ |
| ২ | স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড | ২২০.৬৯ | ২.০৬ | ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ (বিডি) লিমিটেড | ৩২.৪২ | ৪.৩৭ |
| ৩ | জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনস্ লিমিটেড | ২১৯.০০ | ২.০৫ | বিডিকম অনলাইন লিমিটেড | ২২.৫০ | ৩.০৩ |
| ৪ | বেক্সিমকো লিমিটেড | ২১১.৫৯ | ১.৯৮ | জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশনস্ লিমিটেড | ২০.২৮ | ২.৭৩ |
| ৫ | বিবিএস লিমিটেড | ২০৯.০৫ | ১.৯৫ | কেয়া কসমেটিকস লিমিটেড | ১৭.০০ | ২.২৯ |

## সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি; ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৬

| ক্র. নং | কোম্পানির নাম | প্রকৃত ইপিএস (টাকা) | পি/ই |
|---|---|---|---|
| ১ | বিএটিবিসি লিমিটেড | ৯৭.৯০ | ২৫.৩৬ |
| ২ | স্টাইলক্রাফট লিমিটেড | ৯৫.৪২ | ১৪.৪৮ |
| ৩ | এসিআই লিমিটেড | ৭৪.৪১ | ৫.১৮ |
| ৪ | গ্লাক্সোস্মিথকাইন লিমিটেড | ৬৮.৯৯ | ২২.২২ |
| ৫ | বার্জার পেইন্টস লিমিটেড | ৬৪.৩৭ | ৩৬.০১ |

## সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি; ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৬

| ক্র. নং | ডিএসই | | | সিএসই | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | কোম্পানির নাম | পি/ই | ইপিএস (টাকা) | কোম্পানির নাম | পি/ই | ইপিএস (টাকা) |
| ১ | এসিআই লিমিটেড | ৫.১৮ | ১.৭১ | ফ্যামিলিটেক্স (বিডি) লিমিটেড | ৩.৫৬ | ২.৯৮ |
| ২ | ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড | ৫.১৯ | ১.৯৬ | সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ৪.১৮ | ৪.১৮ |
| ৩ | সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ৫.৫৯ | ৩.৩৫ | সি অ্যান্ড এ টেক্সটাইলস্ লিমিটেড | ৪.৭৮ | ২.০৯ |
| ৪ | ইউসিবিএল | ৫.৫৯ | ৩.৮১ | এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক লিমিটেড | ৪.৮১ | ১.৭৫ |
| ৫ | স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড | ৫.৬২ | ২.১২ | তিতাস গ্যাস লিমিটেড | ৫.০১ | ৮.৯৮ |

## তালিকাভুক্ত কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ

| কোম্পানির নাম | অনুমোদিত মূলধন (কোটি টাকায়) | পরিশোধিত মূলধন (কোটি টাকায়) | শেয়ারহোল্ডিং অবস্থান (শতকরা হারে) | | | | | নিট লাভ (কোটি টাকায়) | সমাপণী মূল্য (টাকায়)* | শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (টাকায়) | শেয়ার প্রতি আয় (টাকায়) | পি/ই রেশিও |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | পরিচালক | সরকার | ইন্সটিটিউশন | বৈদেশিক | জনসাধারণ | | | | | |
| এসিআই লিমিটেড | ৫০.০০ | ৪৩.৮০ | ৩৪.৭৯ | ০.০০ | ৩৩.০৪ | ০.০০ | ৩২.১৭ | ৩২.৬১ | ৩৮৫.৫০ | ২২১.৫৬ | ৭৪.৪১ | ৫.১৮ |
| ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড | ২০০০.০০ | ১৬১০.০০ | ৫৭.৭৬ | ০.০০ | ৯.০৭ | ১১.১১ | ২২.০৬ | ৩১৫.০৪ | ২৯.৭০ | ২৯.৩৭ | ১.৯৬ | ১৫.১৮ |
| ন্যাশনাল টি কোম্পানি লিমিটেড | ২৫.০০ | ৬.৬০ | ১২.৯৯ | ৪.৩৩ | ৫৬.৫৯ | ০.০০ | ২৬.০৯ | ৮.০৮ | ৭২৮.৬০ | ১৪৩.৬৯ | ১২.২৪ | ৫৯.৫২ |
| ইউনিটিক হোটেল এন্ড রিসোর্টস লিমিটেড | ১০০০.০০ | ২৯৪.৪০ | ৪৭.২৫ | ০.০০ | ২৯.৬৭ | ১.৪০ | ২১.৬৮ | ১০৬.১৮ | ৫৩.৯০ | ৮৯.২৪ | ৩.৬১ | ১৪.৯৪ |
| সিংগার বাংলাদেশ লিমিটেড | ১০০.০০ | ৭৬.৭০ | ৭২.৭৭ | ০.০০ | ৪.৮৪ | ০.০০ | ২২.৩৯ | ৩৬.৮৫ | ১৯২.৫০ | ১৮.৪৮ | ৪.৮১ | ৪০.০৬ |

*সূত্র: ডিএসই মাসিক রিভিউ; ডিসেম্বর, ২০১৬।*

## বিশ্বের কিছু শেয়ার সূচক

| | | ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ | ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬ | পরিবর্তন (%) |
|---|---|---|---|---|
| **বাংলাদেশ** | | | | |
| | ডিএসইএক্স | ৪৬৯৫.১৯ | ৫০৩৬.০৫ | ৭.২৬ |
| | সিএসসিএক্স | ৮৭৮৫.৮৬ | ৯৩৬৯.৯১ | ৬.৬৭ |
| **এশিয়া** | | | | |
| টোকিও | নিক্কি ২২৫ | ১৬৪৪৯.৮৪ | ১৯১১৪.৩৭ | ১৬.২০ |
| হংকং | হ্যাং সেং | ২৩২৯৭.১৫ | ২২০০০.৫৬ | -৫.৫৭ |
| বোম্বে | এস অ্যান্ড পি বিএসই সেনসেক্স | ২৭৮৬৫.৯৬ | ২৬৬২৬.৪৬ | -৪.৪৫ |
| সাংহাই | এসএসই কম্পোজিট ইনডেক্স | ৩০০৪.৭০ | ৩১০৩.৬৪ | ২.২৯ |
| ফিলিপাইনস্ | পিএসইআই | ৭৬২৯.৭৩ | ৬৮৪০.৬৪ | -১০.৩৪ |
| থাইল্যান্ড | এসইটি | ১৪৮৩.২১ | ১৫৪২.৯৪ | ৪.০৩ |
| শ্রীলংকা | কলম্বো স্টক এক্সচেঞ্জ অল শেয়ার ইনডেক্স | ৬৫৩৪.৭৭ | ৬২২৮.২৬ | -৪.৬৯ |
| **ইউরোপ** | | | | |
| লন্ডন | এফটিএসই ১০০ | ৬৮৯৯.৩৩ | ৭১৪২.৮৩ | ৩.৫৩ |
| ডয়চে বোর্স | ডিএএক্স | ১০৫১১.০২ | ১১৪৮১.০৬ | ৯.২৩ |
| ইউরো নেক্সট প্যারিস | সিএসি-৪০ | ৪৪৪৮.২৬ | ৪৮৬২.৩১ | ৯.৩১ |
| **আমেরিকা** | | | | |
| ইউএসএ | নাসডাক কম্পোজিট | ৫৩১২.০০ | ৫৩৮৩.১২ | ১.৩৪ |
| | ডিজেআইএ | ১৮৩০৮.১৫ | ১৯৭৬২.৬০ | ৭.৯৪ |
| | এস অ্যান্ড পি-৫০০ | ২১৬৮.২৭ | ২২৩৮.৮৩ | ৩.২৫ |
| ব্রাজিল | বোভেসপা | ৫৮২৭১.৩৬ | ৬০২২৭.২৯ | ৩.৩৬ |

সূত্র: *http://finance.yahoo.com/; http://www.set.or.th/en/market/market_statistics.html; http://www.pse.com.ph/stockMarket/marketInfo-marketActivity.html*

# পাঠশালা

## Balance Sheet and Balance Sheet Analysis

### *Balance Sheet*

The balance sheet shows the current financial position of the firm, at a given single point in time. It is also called the statement of financial position. The structure of the balance sheet is laid out such that on one side assets of the firm are listed, while on the other side liabilities and shareholders' equity is shown.

The main items on the balance sheet are explained below:

| Assets | | Liabilities and Shareholders' equity | |
|---|---|---|---|
| Current Assets | Current assets are cash and cash equivalents (assets that can be easily converted into cash within one year). Current assets include marketable securities, inventory and accounts receivable. | Current Liabilities | Current liabilities of the firm are obligations that are due in less than one year. These include accounts payable, deferred expenses and also notes payable. |
| Long-term Assets | Long-term assets are also called non-current assets and include fixed assets like plant, equipment and machinery, and property, etc. | Long-term Liabilities | Long-term liabilities of the firm are financial payments or obligations due after one year. These include loans that the firm has to repay in more than a year, and also capital leases which the firm has to pay for in exchange for using a fixed asset. |
| | | Shareholders' Equity | Shareholders' equity is also known as the book value of equity or net worth of the firm. It is the difference between total assets owned by a firm and total liabilities outstanding. |

## *Balance Sheet Analysis*

| **Matrices** | **Formula** | **Details** |
|---|---|---|
| Current Ratio | Current Assets / Current Liabilities | The current ratio is a commonly used liquidity ratio that measures a company's ability to pay its current liabilities with its current assets. |
| Debt-Equity Ratio | Total Debt / Total Equity | The debt-equity ratio is also called a leverage ratio. It is calculated to assess the leverage, or gearing, of a firm to show how much it relies on debt to finance its activities. |
| Market Value - to-Book Value Ratio | Market Value of Equity / Book Value of Equity | The market value-to-book value ratio is used to reflect any changes in a firm's characteristics. The variations in this ratio also show any value added by the management and its growth prospects. |
| Enterprise Value | Market Value of Equity + Debt - Cash | The enterprise value of a firm shows the underlying value of the business. It reflects the true value of the firm's assets, not including any cash or cash equivalents, while unencumbered by the debt the firm carries. |

# অভিব্যক্তি

## ম্যানিলার পথে

এস এস এম কামাল
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

গত ২৪ ও ২৫ মে, ২০১৬ ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত Annual Series Bank Tech Asia Conference ২০১৬- ৮ম বার্ষিক ম্যানিলা সিরিজ-এ Retail Banking Technology বিষয়ক কনফারেন্স-এ যোগদানের উদ্দেশ্যে আমরা জনতা ব্যাংকের সাতজন নির্বাহী সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স-এ চড়ে রওয়ানা হই। আমাদের ফ্লাইট ছিল ২১শে মে, ২০১৬; শনিবার রাত ১১.৫৫ মিনিটে। যথারীতি সকাল ৬.০০টায় সিঙ্গাপুরের চেঙ্গি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (Changi international Airport, Singapore) পৌঁছাই। কানেক্টিং ফ্লাইট ছিল সকাল সাড়ে ন'টায়। যথাসময়েই সিঙ্গাপুর বিমানবন্দর থেকে উড়াল দিই, গন্তব্যস্থল ছিল ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার দুসিথ থানি। পৌঁছবার সময় ছিল ২২ মে, ২০১৬ বাংলাদেশ সময় দুপুর ১ টা ১০ মিনিট। প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে, মেঘের আচ্ছাদন ভেদ করে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের ফ্লাইট। ঠিক ল্যান্ডিংয়ের পূর্ব মূহূর্তে পাইলটের সতর্কবাণী-আমরা ঝড়ের মধ্যে পড়েছি। সিটবেল্ট বাধাঁ না থাকলে বেঁধে ফেলুন। বিমানুরা তৎপর। আমি জানালা সংলগ্ন সিটে, পাশে জিএম নাজিম। সত্যি সে এক কঠিন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি। পত্রিকায় প্রায়শ দেখি বিভিন্ন বিমান সমুদ্রে পতিত হয় বা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। মূলতঃ সমুদ্র থেকেই ঝড়ের উৎপত্তি, এরই বহিঃপ্রকাশ এটা। যা হোক মহান আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে ২২ মে, ২০১৬ তারিখ রবিবার নির্ধারিত সময়ের আধাঘন্টা পরে অর্থাৎ দুপুর ১.৪০ মিনিটে ম্যানিলার নিনয় এ্যাকুনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (Aquino international Airport), টার্মিনাল-৩ এ ল্যান্ড করি। যথারীতি বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে দুপুর সোয়া দু'টোয় এয়ারপোর্ট হতে বের হই। যেহেতু আমরা সাত জনের বেশি বড়সড় একটা দল তাই গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করি। আমি ড্রাইভারের পাশে বসি। এটা-সেটা টুকটাক জিজ্ঞাসা করি। ড্রাইভার অল্প বিস্তর ইংরেজি জানে। বেশ মার্জিত ব্যবহার। যাওয়ার পথে Dusit Thani, Manila ইন্টারন্যাশনাল পাঁচ তারকা হোটেলটি দেখিয়ে বলেন যে, ওটাই তোমাদের কনফারেন্স-এর স্থান। ম্যানিলায় আমরা সবাই নতুন। তাই ড্রাইভারকে বলি কনফারেন্স স্থলের কাছাকাছি একটা ভাল হোটেল দেখে দিতে। কাছে পিঠেই ছিল হোটেল টাওয়ার ইন্ ইন্টারন্যাশনাল। হোটেলটি বেশ মানসম্মত এবং পরিচ্ছন্ন বড় পরিপাটি। এখানেই উঠে পড়ি। দুপুরের খাওয়ার পালা। ম্যানিলায় মুসলিম নাই বললেই চলে। ওরা অধিকাংশই খ্রিস্টান এবং অল্পবিস্তর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। প্রিয় খাদ্য শুকরের মাংস, বিয়ার, হুইস্কি ইত্যাদি যা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। আমরা সবাই মিলে ম্যাকডোনাল্ড রেস্টুরেন্টে দেখে-শুনে হালাল খাবারই খেলাম। মজার ব্যাপার হচ্ছে পানির চেয়ে কোকের দাম কম। ২ লিটার কোক বাংলাদেশি মুদ্রায় ৪৭ টাকা অথচ আধা লিটার পানির দাম ৬০ টাকা। পানির অপর নাম জীবন সমীকরণটা তখনই মিলিয়ে ফেললাম। যে কয়দিন থাকব পানি পানের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হতে হবে। পবিত্র শব-ই-বরাতের রাত ছিল। কোন মসজিদ চোখে পড়ল না বা আযানের শব্দ শুনতে পেলাম না। হোটেল কর্তৃপক্ষ কিছু বলতে পারল না। যা হোক কেবলা ঠিক করে সে রাতে কিছু নফল ইবাদত করলাম। ফিলিপাইনের দু'টি বড় অংশের একটি ম্যাকাতি সিটি, অপরটি ম্যানিলা। আমরা যে অংশে অর্থাৎ হোটেল টাওয়ার ইন-এ অবস্থান করছি সেটি ম্যাকাতি সিটির মধ্যে অবস্থিত। ফিলিপাইনের জনসংখ্যা ৫.৫০ কোটি এবং এখানে সাত হাজারের বেশি দ্বীপ রয়েছে। এদের মূল অর্থকরী ফসল ধান এবং মাছ। অর্থাৎ কৃষি ও মৎস্য খাত থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে থাকে। IRRI-International Rice Research Institute এই ম্যানিলায় অবস্থিত। সারা বিশ্বে চাল ব্যবহারের ধারণা ও উপযোগিতা প্রথম ফিলিপাইন থেকেই উৎসারিত হয়। সেদিক থেকে এরা প্রশংসার দাবীদার। ম্যানিলা খুবই সাজানো গোছানো শহর। রাস্তাঘাটে কোন কালো ধোঁয়া নেই, অপরিচ্ছন্নতা নাই। সবাই শৃংখলাবদ্ধ জীবন-যাপন করে। রাস্তা-ঘাটে কোন ছিন্নমূল মানুষ নেই, টোকাই নেই, ফকির নেই, কুকুর নেই। ট্রাফিক সিগনাল ব্যবস্থা স্ব-নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ লাল বাতি জ্বলার সাথে সাথেই গাড়ি থামছে আবার সবুজ বাতি জ্বলার সাথে সাথে গাড়ি চলছে। কোন ওভার টেকিং নেই। ট্রাফিক পুলিশও কম। সবাই জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা পারাপার হয়। হঠাৎ করেই আমাদের মতো কোন বিদেশী যদি জেব্রা ক্রসিং বাদে রাস্তা পারাপার হয় সেক্ষেত্রে দু'পাশের গাড়িগুলো তৎক্ষণাৎ থেমে গিয়ে রাস্তা পারাপারে সাহায্য করে। ম্যাকাতি এবং ম্যানিলা সিটির বড় শপিং মলগুলোর মধ্যে ল্যান্ডমার্ক, এসএম গ্লোরিয়েটা ইত্যাদি প্রধান। ল্যান্ডমার্ক-এর নিজস্ব পাঁচটা ভবন আছে এবং প্রত্যেকটা

পাঁচ-ছয় তলা করে তৈরি। মজার ব্যাপার হচ্ছে কোন শপিং মলে ঘন্টাখানেক নাড়াচাড়া করে কোন মালামাল ক্রয় না করলেও সেলসম্যান একটি বারের জন্যও বিরক্তি প্রকাশ করে না, বরং ওকে স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, নো প্রবলেম স্যার, সি ইউ এগেন স্যার ইত্যাদি হাসিমুখে বলে যা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। খবর নিয়ে জানতে পারলাম শপিং মলের অধিকাংশ ছেলেমেয়েই শিক্ষার্থী, যারা অবসর সময়ে কাজ করছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর প্রধান কার্যালয় ম্যানিলায় অবস্থিত। আমরা সাতজন- জিএম মোঃ নাজিম উদ্দিন, মোঃ জিকরুল হক, মোঃ তাজুল ইসলাম ও আমি, ডিজিএম শ্যামল কৃষ্ণ সাহা ও মোঃ সিরাজুল ইসলাম এবং এজিএম মোঃ আব্দুর রশিদ। সম্মেলনের আগে আমাদের হাতে একদিন সময় ছিল। ঐ দিন বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে যাই। হোটেল টাওয়ার ইন-এর অভ্যন্তরেই একজনকে পেয়ে যাই যার নাম মি. জিমি কঙ। জিমি স্থানীয় একটা ব্যাংকে চাকরি করে এবং রেন্ট-এ-কার ব্যবসার সাথে জড়িত। তিনি আমাদেরকে আমেরিকান মেমোরিয়াল এন্ড সিমেট্রি, ওশ্যান পার্ক, ফোর্ট সান্তিয়াগো, লুনেটা পার্ক ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের পরামর্শ দিলেন।

প্রথমেই আমরা আমেরিকান মেমোরিয়াল এন্ড সিমেট্রিতে যাই। সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে লক্ষ লক্ষ সাধারণ নাগরিক ও সেনা মারা যায় যাদের কবর রয়েছে, ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে সারিবদ্ধ। সিমেট্রির একপাশে আমেরিকা অন্যপাশে ফিলিপাইনের পতাকা উড়ছে। ভিতরে ঢোকার মুখে নিরাপত্তাকর্মী আমাদেরকে অভিবাদন জানাল এবং বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে রিজার্ভ ব্যাংকে হ্যাকিংয়ের ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। নিরাপত্তাকর্মীর সৌজন্যতাবোধ দেখে আমরা একটু অবাকই হলাম। জায়গাটা একেবারে ছবির মত সাজানো-গোছানো, সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষিত। এখানে বেশ কিছু ছবি তুললাম। পরবর্তীতে আমরা ওশ্যান (Ocean) পার্কে গেলাম। অনেক কিছুর মধ্যে প্রচুর পাখি রয়েছে। এরা কথা বলতে পারে। সময়ের স্বল্পতা হেতু ফোর্ট সান্তিয়াগো, লুনেটো পার্ক যাত্রা পথে বাইরে থেকে দেখলাম। খুবই সুন্দর। বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল। আবার সেই ম্যাকডোনাল্ড। কিছু খেয়ে ঢুকে পড়লাম এশিয়া মল-এ। দেখা ও কিছু কেনার জন্য। বেশ বড় মল। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে হাতিয়ে নিয়ে যে ক্যাসিনোতে টাকাগুলো ইনভেস্ট করেছে সেটা দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। সবাই মিলে গেলাম ইন্টারন্যাশনাল হোটেল এন্ড ক্যাসিনোতে। ঢুকেই চোখ ছানাবড়া। খুবই সুন্দর মুখশ্রীর সাত ফুটের উপর একটা মেয়ে ঢোকার মুখেই দাঁড়ানো, ধাক্কা খেলাম। এটা কি পুতুল না মানুষ। যখন হাসিমুখে মেয়েটি সম্ভাষণ জানালো, তখন বুঝলাম কোনটি বাস্তবতা। দেরিতে উদ্ধার করলাম যে মেয়েটি হয়ত কোন টুলের উপর দাঁড়ানো। অন্দরে প্রবেশ করতেই দেখলাম নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে সবাই জুয়া খেলছে। বিশাল বিলবোর্ডে রেটিং উঠছে। কেউ টেবিলে আবার কেউ বা ভিডিও গেমসের মত বোর্ডে খেলছে। যতদূর মনে পড়ে আমাদের অবস্থানকালীন বোর্ডে পাঁচ লক্ষ ডলার উঠেছে। হাতে সিগারেট মুখে ওয়াইন, সবাই বুদ হয়ে আছে জুয়ার আড্ডায়। সে এক অন্যরকম জগৎ। একদিকে নাচ গান হচ্ছে, অন্যদিকে খাওয়া-দাওয়া আর কার্ড গেম খেলা। ছবি তোলা নিষেধ। কি আর করা, একটু ঘোরাঘুরি করে বের হয়ে এলাম বাইরে বাস্তবতার জগতে। আমাদের বহনকারী গাড়ির ড্রাইভারের নাম মি. এ্যালবার্টো। বেশ ভালো ইংরেজি জানে; ওকে নিয়েই ঘুরলাম, খেলাম এবং ফেরার দিন যেহেতু ভোর ৪টায় হোটেল থেকে বের হতে হবে তাই এ্যালবার্টোর সাথে কথা বলে রাখলাম। বলা বাহুল্য ম্যানিলা এয়ারপোর্ট থেকে যে ড্রাইভার নিয়েছিলাম তার নাম মি. জন। সেও ভাল ইংরেজিতে পারদর্শী। ম্যানিলায় একটা জিনিস লক্ষ্যণীয় যে ড্রাইভার, গার্ড, পিয়ন, সেলসম্যান, ট্রাফিক সকলেই ইংরেজিতে কিছুটা পারদর্শী। আমাদের ২৪ ও ২৫ মে মঙ্গল ও বুধবার কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় ম্যানিলার দুসিথ থানিতে। দুই সেশনেই চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন সিংগাপুরের জনাব নালেক কান কোটাডিয়া। মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশের স্পিকাররা ছিলেন। সবাই বিষয়ভিত্তিক বেশ সমৃদ্ধ। কনফারেন্স শেষে ২৬.০৫.২০১৬ তারিখে ভোর ৪.০০ টায় রওয়ানা দিলাম এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে করে সিঙ্গাপুর পৌঁছলাম। প্রায় ৮ ঘন্টার ট্রানজিট সময়। তাই ইমিগ্রেশন এর অনুমতি সংগ্রহ করে সিঙ্গাপুরে ঘুরতে বের হলাম। সিঙ্গাপুর শহরটা ছবির মতন সাজানো-গোছানো। রাস্তা, উড়াল সড়ক সব জায়গাতেই ফুল এবং ফুল গাছের সমারোহ। মোস্তফা শপিং কমপ্লেক্সে গেলাম। বিশাল মার্কেট পাশেই মসজিদ, হোটেল ফখরুদ্দিন সহ অনেক বাংলা খাবারের হোটেল আছে। কচুর লতি, করলা ভাজি, ছোট মাছ, ভর্তা, সবজি ইত্যাদি সব বাঙালি খাবারই পাওয়া যায়। প্রচুর বাঙালিও আছে। দুপুরের নামাজ পড়ে খাবার খেলাম। আমাদের ফিরতি ফ্লাইট সিডিউল ছিল রাত ৮.৩৫ মিনিটে। তাই বিকাল ৫ টার মধ্যে এয়ারপোর্টে ফেরত আসি। যথারীতি বিমান সঠিক সময়েই ছাড়ে। আকাশে উড়ার অল্প সময়ের মধ্যে ম্যানিলা ও সিঙ্গাপুরের স্মৃতিগুলো ধূসর হতে থাকে। নামার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে চট্টগ্রাম পার হওয়ার সময় বিমান হালকা ঝড়ের কবলে পড়ে। ঢাকায় অবতরণে আধা ঘন্টা দেরি হয়। রাত ১১.৪৫ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছাই। লাগেজ সংগ্রহ এবং ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে রাত ১২.১৫ মিনিটে বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। শেষ হয় ম্যানিলার ভ্রমণ। সবার প্রতি ভবিষ্যতের শুভ কামনা রইল।

*বি. দ্র. অভিব্যক্তি বিভাগের লেখাসমূহ সম্পূর্ণ লেখকের নিজস্ব মতামত।*

# ইয়াংস্টারস্

**আশিকুর রহমান**
ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর
সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্ট


## কেহ উৎসুক হইবে না

কেহ রাখিবেনা খেয়াল মোর কী যাতনা নিয়ে রইয়াছি
ব্যথা ভরা বক্ষ নিয়ে কেমনে পথ চলিতেছি,
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কেহ উৎসুক হইবেনা
সমস্ত কিছু-ই বিভাজনে তাহাদের অজানা,
তাহাদেরও বোধগম্য হইবে সময়ের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া
যেথায় পথ যাইবে ভাসিয়া,
থাকিবে নাকো মোহ থাকিবেনা
প্রীতিভাজন উদয় হইয়া কেহ রাখিবেনা,
রাখিবে শুধু অপলক নয়নে তাহাদের হাতছানি
অদূরে থাকিয়া তাহারা বুঝিয়া লইবে মোর ভাবনায় কতখানি,
ভাবনার মাঝে থাকিয়া জ্যোতির্ময় আলো ধারণ করিয়া
চেতনায় তাহা লালন রাখিয়া, আজ বুঝি হারাইতে লইলাম,
তুমি থেকোগো পাশে চিরঞ্জীবী হয়ে তোমার-ই হাতটি ধরিলাম।

**মোঃ আকবর হোসেন**
অফিস সহায়ক
ইইএফ উইং, আইসিবি


## স্বাধীনতার কথা

স্বাধীনতার কথা বলে-
বাংলার মাটিতে উত্তোলন করা লাল-সবুজের পতাকা
বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ
অমর ২১শে ফেব্রুয়ারির শহীদ মিনার
রায়ের বাজারের বধ্যভূমি ও স্মৃতিসৌধ
বেঁচে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের হৃদয়ের রণ।

স্বাধীনতার কথা বলে-
কবিদের লেখা নানান বিদ্রোহের কবিতা
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের আঁকা ছবি
শিল্পীদের গান ও শৈল্পিক ভাস্কর্য
হুমায়ূন আহমেদের লেখা উপন্যাস
নতুন প্রজন্মের জেগে উঠা তরুণ।

স্বাধীনতার কথা বলে-
পানিতে ভাসা বিলের শাপলা ফুল
সোনালী ফসল ও রাখালের বাঁশি
পদ্মা, মেঘনা, যমুনার উত্তাল ঢেউ
১৬ই ডিসেম্বরের ইতিহাসের পাতা
বাংলার আকাশে রক্তে রাঙ্গানো জ্বলজ্বলে অরুণ।

*বি. দ্র. ইয়াংস্টারস্ বিভাগের লেখাসমূহ সম্পূর্ণ লেখকের নিজস্ব মতামত।*

# আইসিবি পরিক্রমা

সংখ্যা ১২। পৌষ ১৪২৩ । ডিসেম্বর ২০১৬

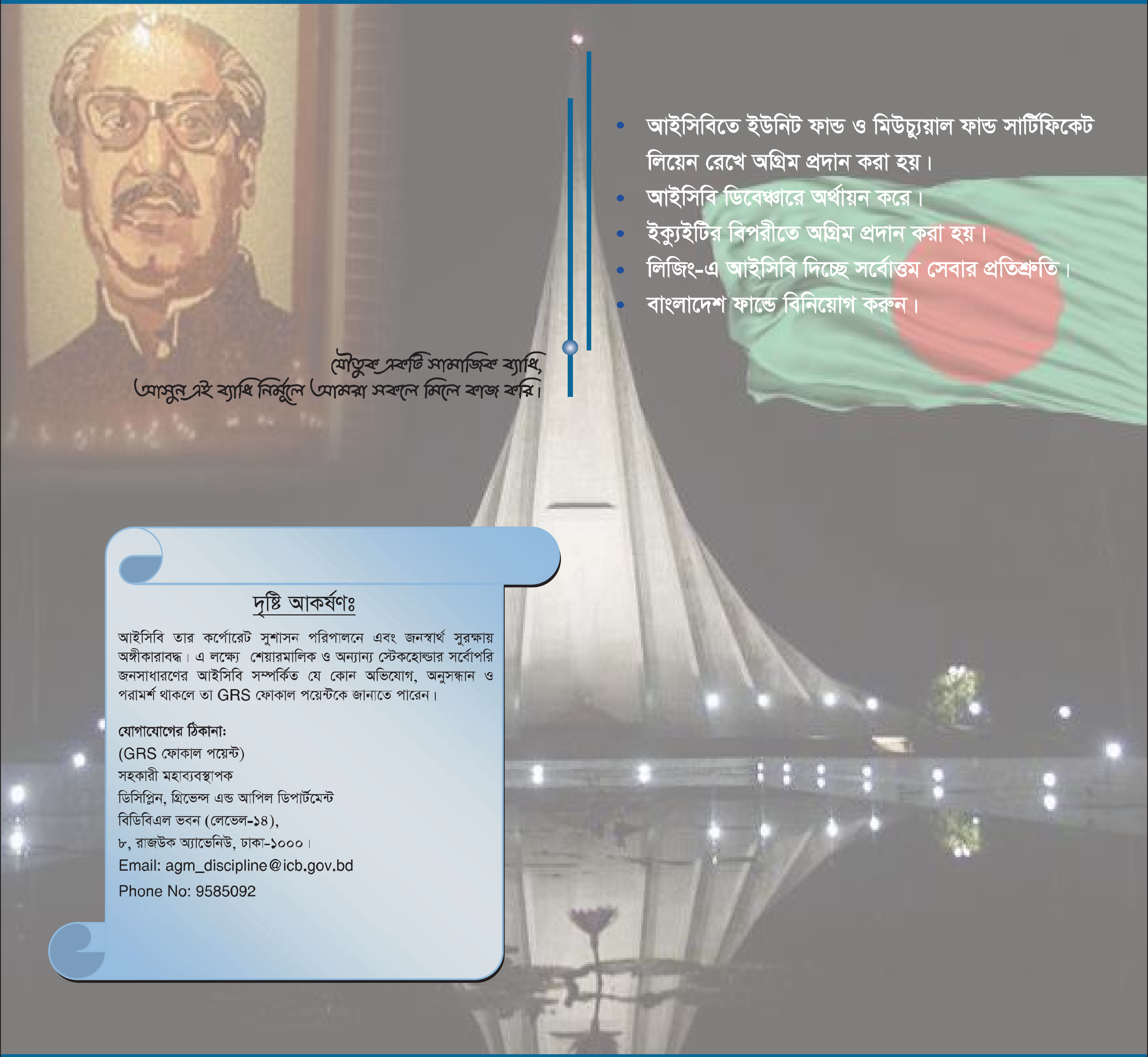

- আইসিবিতে ইউনিট ফান্ড ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট লিয়েন রেখে অগ্রিম প্রদান করা হয়।
- আইসিবি ডিবেঞ্চারে অর্থায়ন করে।
- ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রিম প্রদান করা হয়।
- লিজিং-এ আইসিবি দিচ্ছে সর্বোত্তম সেবার প্রতিশ্রুতি।
- বাংলাদেশ ফান্ডে বিনিয়োগ করুন।

যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি,
আসুন এই ব্যাধি নির্মূলে আমরা সকলে মিলে কাজ করি।

## দৃষ্টি আকর্ষণঃ

আইসিবি তার কর্পোরেট সুশাসন পরিপালনে এবং জনস্বার্থ সুরক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে শেয়ারমালিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার সর্বোপরি জনসাধারণের আইসিবি সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ, অনুসন্ধান ও পরামর্শ থাকলে তা GRS ফোকাল পয়েন্টকে জানাতে পারেন।

**যোগাযোগের ঠিকানাঃ**

(GRS ফোকাল পয়েন্ট)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ডিসিপ্লিন, গ্রিভেন্স এন্ড আপিল ডিপার্টমেন্ট
বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৪),
৮, রাজউক অ্যাভেনিউ, ঢাকা-১০০০।
Email: agm_discipline@icb.gov.bd
Phone No: 9585092

**সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজার গঠনে আইসিবি এগিয়ে ...**